রকমারি.com বইমেলা বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড ২০২৫

QNA PUBLICATION

ALL IN ONE MASTERBOOK

সপ্তম শ্রেণী

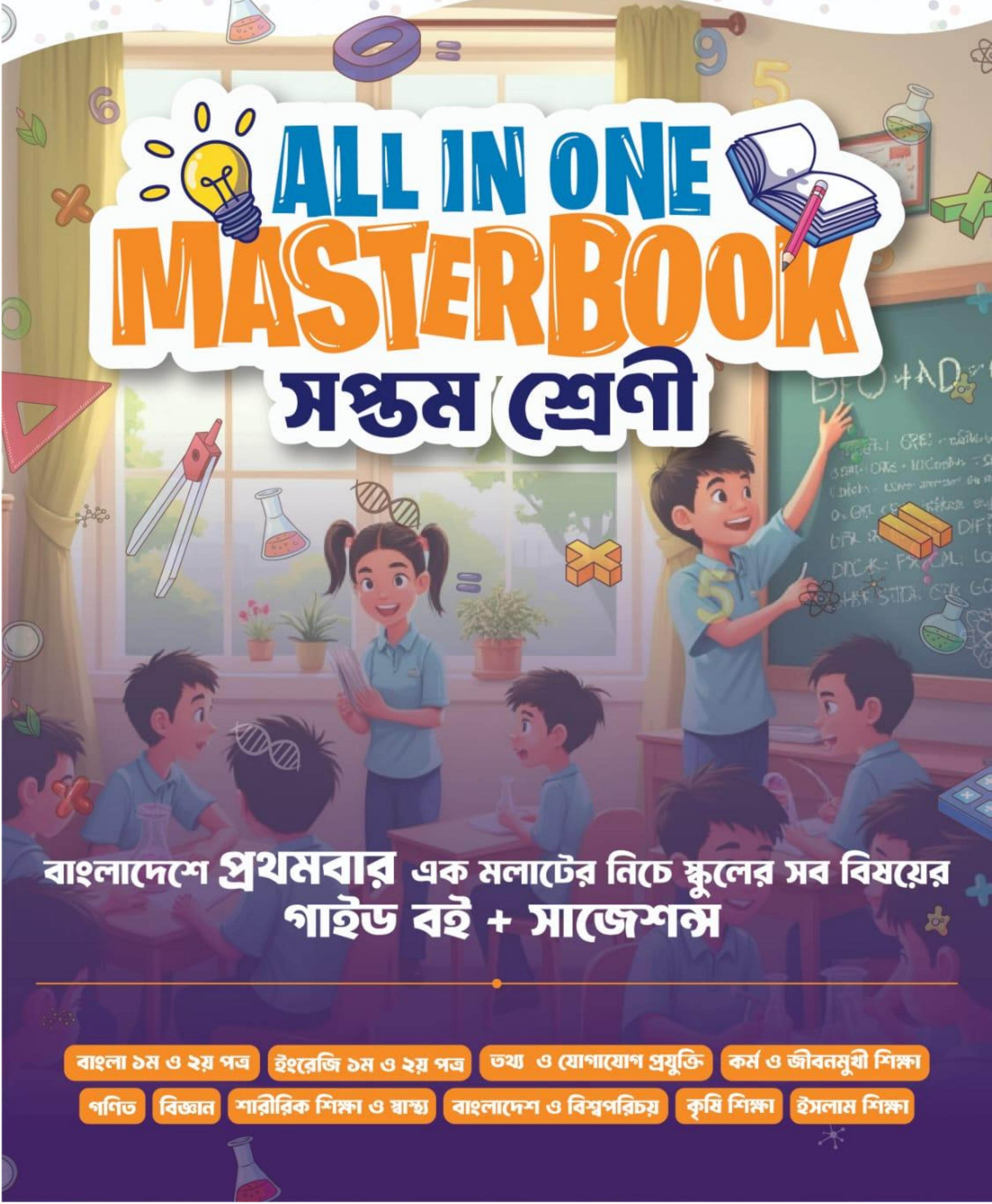

বাংলাদেশে প্রথমবার এক মলাটের নিচে স্কুলের সব বিষয়ের গাইড বই + সাজেশন্স

বাংলা ১ম ও ২য় পত্র | ইংরেজি ১ম ও ২য় পত্র | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা | গণিত | বিজ্ঞান | শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | কৃষি শিক্ষা | ইসলাম শিক্ষা

লেখকের কথা –

সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা যারা এসএসসি বোর্ড পরীক্ষায় গোল্ডেন এ+ সহ সর্বোচ্চ নম্বর পেতে চাও, তাদের জন্য QNA Publication এর All in One MasterBook এর Class 7 এর বইগুলি সর্বোচ্চ সহায়ক বই হিসেবে কাজ করবে।

এই বইগুলোতে বিগত বছরের বোর্ডের প্রশ্নের এনালাইসিস করে টপিক ভিত্তিক MCQ প্রশ্নগুলো সাজানো হয়েছে যা তোমাদের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবে।

এই বইতে রয়েছে অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনা, প্র্যাকটিসের জন্য বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল প্রশ্ন , তাই এই বইটি একাধারে সাজেশন + গাইড + সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। মানুষ ভুলের উর্ধে নয়,তাই এই বইটি লিখতে গিয়ে আমাদের কিছু টাইপিং ভুল হতে পারে , এইসব ভুলের গঠনমূলক সমালোচনার জন্য আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার – 01787852989 এ যোগাযোগ করে তোমার অভিযোগ সুনির্দিষ্টভাবে জানাতে পারো। আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে তোমার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান দেয়ার চেষ্টা করব।

ধন্যবাদ।

-কিউএনএ পাবলিকেশনের লেখক পরিষদ

বাংলা ১ম পত্র

অধ্যায় / টপিক	পেজ নং
গদ্য	
কাবুলিওয়ালা	১
লখার একুশে	৪
মরু-ভাস্কর	৭
শব্দ থেকে কবিতা	১০
পাখি	১৩
পিতৃপুরুষের গল্প	১৫
ছবির রং	১৮
সেই ছেলেটি	২১
বহু জাতিসত্ত্বার দেশ বাংলাদেশ	২৩
পদ্য	
নতুন দেশ	২৮
কুলি-মজুর	৩১
আমার বাড়ি	৩৪
গরবিনী মা-জননী	৩৬
সাম্য	৩৮
মেলা	৪১
এই অক্ষরে	৪৪
শ্রাবণে	৪৬
সিথি	৫১
আনন্দপাঠ	
তোতা কাহিনী	৫৫
জিদ	৫৯
ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান	৬২
দীক্ষা	৬৫
পদ্য লেখার জোরে	৬৮
কোকিল	৭১
কিং লিয়ার	৭৪
যুদ্ধক্ষেত্রে পিতাপুত্র	৭৮
জাগো সুন্দর	৮১

বাংলা ২য় পত্র

অধ্যায় / টপিক	পেজ নং
বহুনির্বাচনী প্রশ্নোত্তর	৮৪
সারাংশ/সারমর্ম	৯৩
ভাব-সম্প্রসারণ	৯৪
অনুধাবন শক্তি ও অনুচ্ছেদ	৯৬
পত্র রচনা	৯৮
প্রবন্ধ রচনা	১০১

English 1st & 2nd Paper

English 1st Paper	
Seen Passage	১০৫
Unseen Passage	১১৭
Gap Filling with Clues	১২৪
Column Matching	১২৬
Re-arrange	১২৯
English 2nd Paper	
Model Questions	১৩২
Solution to Model Questions	১৪৯
English 1st & 2nd Paper (Written Part)	
Paragraph	১৫৪
Completing Story	১৫৭
Graph/Chart	১৫৯
Informal Letter	১৬২
Dialogue	১৬৪
Formal Letter(Application)	১৬৮
E-mail	১৭৩
Composition	১৭৪

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

প্রাত্যহিক জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৮৬
কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি	১৮৯
নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার	১৯২
ওয়ার্ড প্রসেসিং	১৯৫
শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহার	১৯৮

কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা	
অধ্যায় / টপিক	**পেজ নং**
কর্ম ও মানবিকতা	২০১
পারিবারিক কাজ ও পেশা	২০৫
শিক্ষা পরিকল্পনা ও কর্মক্ষেত্রে সফলতা	২১০
গণিত	
মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা	২১৩
সমানুপাত ও লাভ-ক্ষতি	২২০
পরিমাপ	২২৯
বীজগণিতীয় রাশির গুণ ও ভাগ	২৩৬
বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ	২৪৩
বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ	২৫২
সরল সমীকরণ	২৫৭
সমান্তরাল সরলরেখা	২৬৪
ত্রিভুজ	২৭০
সর্বসমতা ও সদৃশতা	২৭৮
তথ্য ও উপাত্ত	২৮৯
বিজ্ঞান	
নিম্নশ্রেণীর জীব	২৯৪
উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন	৩০০
উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	৩০৬
শ্বসন	৩১০
পরিপাকতন্ত্র এবং রক্ত সংবহনতন্ত্র	৩১৬
পদার্থের গঠন	৩২১
শক্তির ব্যবহার	৩২৬
শব্দের কথা	৩৩১
তাপ ও তাপমাত্রা	৩৩৭
বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ঘটনা	৩৪৩
পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন ও বিভিন্ন ঘটনা	৩৫০
সৌরজগৎ ও আমাদের পৃথিবী	৩৫৭
প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং দূষণ	৩৬৩
জলবায়ু পরিবর্তন	৩৭০
শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য	
শরীরচর্চা ও সুস্থ জীবন	৩৭৬
স্কাউটিং ও গার্ল গাইড	৩৭৯
স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পরিচিতি ও স্বাস্থ্যসেবা	৩৮১
বয়ঃসন্ধিকালের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা	৩৮৩
জীবনের জন্য খেলাধুলা	৩৮৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

অধ্যায় / টপিক	পেজ নং
বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম	৩৮৮
বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য	৩৯২
পরিবারে শিশুর বেড়ে ওঠা	৩৯৬
বাংলাদেশের অর্থনীতি	৩৯৯
বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক	৪০২
বাংলাদেশের জলবায়ু	৪০৫
বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি	৪০৯
বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা	৪১৩
বাংলাদেশে প্রবীণ ব্যক্তি ও নারী অধিকার	৪১৬
এশিয়ার কয়েকটি দেশ	৪১৯
বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সহযোগীতা	৪২২

কৃষিশিক্ষা

কৃষি এবং আমাদের সংস্কৃতি	৪২৫
কৃষি প্রযুক্তি	৪২৯
কৃষির উপকরণ	৪৩৩
কৃষি ও জলবায়ু	৪৩৯
কৃষিজ উৎপাদন	৪৪৩
বনায়ন	৪৪৭

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

আকাইদ	৪৫১
ইবাদত	৪৫৫
কুরআন ও হাদিস শিক্ষা	৪৫৯
আখলাক	৪৬৩
আদর্শ জীবন চরিত	৪৬৮

১ গদ্য ১

কাবুলিওয়ালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক ও রচনা সম্পর্কিত তথ্য

■ লেখক পরিচিতি

নাম	**প্রকৃত নাম :** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছদ্মনাম : ভানুসিংহ ঠাকুর।
জন্ম পরিচয়	**জন্ম :** ৭ই মে, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ)। **জন্মস্থান :** জোড়াসাঁকো, কলকাতা।
সাহিত্য সাধনা	**কাব্যগ্রন্থ :** বনফুল, মানসী, কড়ি ও কোমল, সোনার তরী, চিত্রা, ৰণিকা, বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, গীতাঞ্জলি, শেষ লেখা বিশেষ উলেরখযোগ্য। **উপন্যাস :** গোরা, ঘরে–বাইরে, চতুরঙ্গ, চোখের বালি, যোগাযোগ, নৌকাডুবি, শেষের কবিতা, দুইবোন, মালঞ্চ ইত্যাদি। **কাব্যনাট্য :** কাহিনী, চিত্রাঙ্গদা, বসন্ত, বিদায় অভিশাপ, মালিনী, রাজা ও রানি ইত্যাদি। **নাটক :** অচলায়তন, চিরকুমার সভা, মুক্তধারা, ডাকঘর, রক্তকরবী, রাজা, বিসর্জন ইত্যাদি। **গল্পগ্রন্থ :** গল্পগুচ্ছ, গল্পস্বল্প, তিনসঙ্গী, লিপিকা ইত্যাদি। **ভ্রমণকাহিনি :** জাপান যাত্রী, পথের সঞ্চয়, পারস্য, রাশিয়ার চিঠি, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র ইত্যাদি। **শিশুসাহিত্য :** শিশু ভোলানাথ, খাপছাড়া ইত্যাদি।
পুরস্কার ও সম্মাননা	নোবেল পুরস্কার (১৯১৩), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডিলিট (১৯১৩), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডিলিট (১৯৪০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডিলিট (১৯৩৬) অর্জন।
জীবনাবসান	৭ই আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)।

পাঠ-পরিচিতি

ভিন্ন সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠলেও মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ ভালোবাসার অনুভূতি অনেকাংশেই এক। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আফগানিস্তানের মরু পর্বতের রুক্ষ প্রকৃতিতে গড়ে ওঠা একজন পিতা এবং নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার একজন বাঙালি পিতার ভিতরের স্নেহপ্রবণ মনের ঐক্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। দেশকালের সীমারেখা পিতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতায় কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। যে দেশের, যে সময়ের বা যে সংস্কৃতিরই মানুষ হোক না কেন পিতা সব সময়ই তার সন্তানকে একই রকমভাবে ভালোবাসেন। সন্তানের মঙ্গলচিন্তা সব পিতারই সহজাত আকাঙ্ক্ষা। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের সকল পিতার পিতৃত্বের সর্বজনীন ও চিরন্তন রূপ উন্মোচিত করেছেন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **'আমার সোনার বাংলা' গানটির প্রথম কত লাইন জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পায়?** (জ্ঞান)
ক ৮ ● ১০ গ ১৫ ঘ ২০

২. **'সোনার তরী' একটি?** (জ্ঞান)
ক গল্প ● কাব্য গ উপন্যাস ঘ নাটক

৩. **'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মিনির বয়স কত ছিল?**
ক চার ● পাঁচ গ ছয় ঘ সাত

৪. **'কাবুলিওয়ালা' গল্পের দারোয়ানের নাম কী?**
ক রামপাল ● রামদয়াল গ রামকুমার ঘ রমেশ গাইন

৫. **সকালবেলা লেখক নভেলের কোন পরিচ্ছেদ হাতে নিয়ে ছিলেন?** (জ্ঞান)
ক সপ্তম খ একাদশ গ দ্বাদশ ● সপ্তদশ

৬. **লেখার টেবিলের পাশে লেখকের পায়ের কাছে কে বসে ছিল?**
ক বিড়াল খ কাবুলিওয়ালা ● মিনি ঘ দারোয়ান

৭. **কাবুলিওয়ালাকে দেখিয়া মিনি কেমন ভাবে ডাকাডাকি আরম্ভ করল?**
● ঊর্ধ্বশ্বাসে খ মিষ্টি কণ্ঠে গ শান্ত কণ্ঠে ঘ কর্কশ কণ্ঠে

৮. **কন্যাকে আদর করে রত্নের সঙ্গে তুলনা করাকে কী বলে?** (জ্ঞান)
ক কন্যাদান খ কন্যারত ● কন্যারত্ন ঘ কন্যারত্না

৯. **আফগানিস্থানের রাজধানীর নাম কী?** (জ্ঞান)
ক টোকিও খ কাঠমুন্ডু ● কাবুল ঘ রিয়াদ

১০. **মিনি কাবুলিওয়ালাকে হাসতে হাসতে কী জিজ্ঞাসা করিত?** (জ্ঞান)
● তোমার ঝুলির ভিতর কী খ তোমার বাড়ি কোথায়
গ তোমার নাম কীঘ তোমার মেয়ে কোথায়

১১. **রামপুরীকে সাংঘাতিক আঘাত করার কারণে কাবুলিওয়ালার কী হয়েছিল?** (জ্ঞান)
ক মৃত্যুদণ্ড খ যাবৎ জীবন কারাদণ্ড
● কয়েক বছর কারাদণ্ড ঘ তিন মাসের কারাদণ্ড

১২. **"আজকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়" এ উক্তিটিতে কোন ভাব প্রকাশ পেয়েছে?** (উচ্চতর দৰতা)
● সামাজিক কুসংস্কার খ সামাজিক অবহেলা
গ সামাজিক রীতিনীতি ঘ সামাজিক প্রেৰাপট

১৩. **কাবুলিওয়ালা পকেট থেকে কী বের করে মেলে ধরল?** (জ্ঞান)
ক ময়লা রোমাল ● ময়লা কাগজ গ ছেঁড়া কাপড় ঘ ছেঁড়া টাকা

১৪. **কাগজের উপর কী ছিল?** (জ্ঞান)
● হাতের ছাপ খ হাতের লেখা গ ফটো গ্রাফ ঘ ছবি আঁকা

১৫. **প্রতিবছর কন্যার স্মরণচিহ্নটুকু নিয়ে কলকাতার রাস্তায় কী বেচতে আসে?**
● মেওয়া খ কাপড় গ খেলনা ঘ আচার

১৬. **'কাবুলিওয়ালা' গল্পে 'দণ্ড' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?** (জ্ঞান)
● মুহূর্ত খ জরিমানা গ লাঠি ঘ চাজ্ঞারি

১৭. **'অভিপ্রায়' শব্দটির অর্থ কী?** (জ্ঞান)
ক অভিলাষ ● ইচ্ছা গ আসক্তি ঘ অভিনন্দন

১৮. **'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি পাঠের উদ্দেশ্য কী?** (অনুধাবন)
● বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতির সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করা
খ মনুষ্যবোধকে জাগ্রত করা
গ বাংলাদেশের প্রকৃতিপ্রেমের অনুভূতি জাগ্রত করা
ঘ মানবতাবোধের দিকে বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করা

১৯. **ভিন্ন সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠলেও মানুষের সুখ–দুঃখ, আনন্দ ভালোবাসার অনুভূতি কেমন?** (অনুধাবন)
ক সমান নয় খ ব্যক্তি বিশেষ গ পার্থক্য ● এক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একাধারে–**
i. সাহিত্যিক ii. শিৰাবিদ
iii. গীতিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১. **কাবুলিওয়ালা ঝুলির মধ্য থেকে বের করল–**
i. খোবানি ii. কিসমিস
iii. আপেল
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদ পড় এবং ৩০ ও ৩১ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

প্রভাতফেরির মিছিল যাবে
ছড়া ও ফুলের বন্যা
বিষাদগীতি গাইছে পথে
তিতুমীরের কন্যা

[পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

৩০. **'লখার একুশে' গল্পের কোন চিত্রকল্পটির উপরের অনুচ্ছেদের প্রাসঙ্গিক?**
● শোক মিছিলে অংশগ্রহণ খ মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা
গ একুশে চেতনা ধারণ ঘ রক্তাক্ত দেহে মাল্যদান

৩১. **উপরের উদ্দীপকটির ভাব ফুটে উঠেছে—**
i. প্রভাতফেরির শোক মিছিলে ii. সম্মিলিত গানের সুরে
iii. রক্তভেজা ফুলের গুচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ পড় এবং ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায় মামুনের। যদিও তার শরীর খুবই খারাপ তথাপি সে ফুল সংগ্রহ করতে বের হয়। হাঁটতে তার অনেক কষ্ট হলেও মনের জোরে চলে। তার মাথায় কেবল একটিই চিন্তা প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৩২. **অনুচ্ছেদের মামুনের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?**
ক অধ্যাপক কামাল ● লখা
গ বলাই ঘ পারবল

৩৩. **উক্ত মিলের কারণ—**
i. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ii. একুশের চেতনা
iii. ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার আকুলতা

আজ মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। তোমরা নিশ্চয়ই আজ শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে শহিদ মিনারে উপস্থিত হয়েছ। আজ তোমাদের সাথে শামিল হওয়ার জন্য দূর দেশে বসে মন কাঁদছে আমারও।
ইতি
তোমার বন্ধু
হাসান [গভ. মডেল গার্লস হাইস্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]

ক. কী দেখলে বুক কাঁপে লখার? ১
খ. লখার দিন কাটে কীভাবে? ২
গ. হাসানের আবেগের মধ্যে লখার আবেগের প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে— ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "লখা ও হাসানের মতো মানুষের আবেগই শহিদদের যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রাখবে।" মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ছায়া দেখলে বুক কাঁপে লখার।

খ লখার দিন কাটে নানারকম খেলে, বন্ধুদের সাথে মারামারি করে আর দুষ্টুমি করে।

লখার মা সকাল হলেই ভিক্ষা করতে বেরিয়ে যায়। লখার দিন কাটে গুলি খেলে, ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে মারামারি করে আর খাবারের দোকানের এঁটোপাতা চেটে। এরপর খিদে পেটে নিয়ে যখন ফুটপাতের কঠিন শানে মায়ের পাশে ঘুমাতে যায় তখন সে খিদের কষ্ট ভুলে যায়। এভাবে অনাহারে–অর্ধাহারে লখার দিন কাটে।

গ হাসানের শহিদের স্মরণে শহিদ বেদিতে ফুল দেবার আবেগের মধ্য দিয়ে লখার আবেগের প্রতিফলন ঘটেছে।

'লখার একুশে' গল্পে লখা একটি বাক্প্রতিবন্ধী টোকাই ছেলে। ফুল কেনার সামর্থ্য না থাকলেও সে অতি কষ্ট করে ফুল সংগ্রহ করে। শীতের কষ্ট, সাপের ভয়, কাঁটার আঘাত সব সহ্য করে সে ফুল সংগ্রহ করে। তারপর সে ফুল নিয়ে প্রভাতফেরিতে সবার সাথে অংশগ্রহণ করে। সবার সাথে গেয়ে ওঠে আঁ আঁ আঁ আঁ (আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো) এতে সে আত্মতৃপ্তি পায় শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারার আনন্দে।

উদ্দীপকের হাসান দূর দেশে থাকায় সে লখার মতো সরাসরি শহিদ মিনারে ফুল দিতে পারে না। সে কারণে অতীত স্মৃতির কথা মনে করে তার মন কেঁদে ওঠে। তাই সে বন্ধুর কাছে পত্র লিখেছে। আর এভাবেই একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্যাপনের চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে লখা ও হাসানের আবেগের মধ্যে। হাসানের শহিদ দিবস উদ্যাপনের আবেগের মধ্য দিয়ে লখার শহিদ দিবস উদ্যাপনের আবেগই প্রকাশ পায়।

ঘ 'লখা ও হাসানের মতো মানুষের আবেগই শহিদদের যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রাখবে'—এ উক্তিটি যথার্থ।

'লখার একুশে' গল্পে লখার মাঝে আমরা অমর শহিদদের প্রতি হৃদয় নিংড়ানো একুশের আবেগ দেখতে পাই। সে শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, একুশে ফেব্রুয়ারির আগের রাতে ফুল সংগ্রহের জন্য অসহ্য কষ্ট সহ্য করে এবং শহিদ মিনারে গিয়ে ফুল দেয়। লখা 'আঁ আঁ আঁ আঁ' করে সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভাষা শহিদদের স্মরণ করে। অর্থাৎ লখা নিজে শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শহিদ দিবস উদ্যাপন করছে। অন্যদিকে দূর দেশ থেকে হাসান তার বন্ধুকে ভাষা শহিদদের প্রতি আবেগ প্রকাশ করেছে।

বন্ধুদের সাথে মারামারি করে হাসান দূর দেশে থাকার কারণে বন্ধুদের সাথে শহিদ মিনারে গিয়ে ফুল দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করতে পারবে না। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি উদ্যাপনের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

উলিরখিত আলোচনায় বলা যায় যে, 'লখা ও হাসানের মতো মানুষের আবেগ শহিদদের যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রাখবে'।

প্রশ্ন– ২ পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার অভিব্যক্তি

জমির মিয়া একজন প্রতিবন্ধী, সে বৃদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে তিনি তার দুটি পা ও একটি হাত হারিয়ে এ পঙ্গুত্ব বরণ করেন। কিন্তু তিনি আজও পুরোদস্তুর একজন মুক্তিযোদ্ধা। এখন তিনি যুদ্ধ করেন কলম দিয়ে, দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উন্মোচন করেন। আর বিজয় দিবস এলে তিনি আজও প্রাণের আবেগে সহযোদ্ধাদের স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ক. 'মেঙে' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. লখাকে কেন ভারি মজার দুষ্টু ছেলে বলা হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের জমির মিয়ার সাথে লখার সাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩
ঘ. 'লখা ও জমির মিয়া লাখো বাঙালির প্রতিচ্ছবি'— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'মেঙে' শব্দের অর্থ চেয়ে।

খ লখার দুষ্টুমির ধরন দেখে লেখক তাকে ভারি মজার দুষ্ট ছেলে বলেছেন।

লখা পিতৃহীন টোকাই। সারাদিন বন্ধুদের সাথে কাগজ কুড়িয়ে আর মারামারি করে সময় কাটায়। মাঝে–মধ্যে রেললাইনের ইটের টুকরা দিয়ে ইস্পাত লাইনে টুকটুক আঘাত করে তার ওপর কান পাতে, গুন গুন আওয়াজ শোনে অনেকক্ষণ ধরে। এমনভাবে শোনে যেন গানের সুরলহরি বয়ে যাচ্ছে তার কানের ভেতর দিয়ে। লখার এমন খেয়ালিপনা দেখে তাকে লেখক বলেছেন, 'ভারি মজার দুষ্টু ছেলে।'

গ শহিদদের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের দিক থেকে উদ্দীপকের জমির মিয়ার সাথে লখার সাদৃশ্য রয়েছে।

'লখার একুশে' গল্পে লখা চরিত্রে ফুটে উঠেছে এক দেশপ্রেমিক বাঙালির প্রতিচ্ছবি। লখা একজন বাক প্রতিবন্ধী টোকাই হলেও শহিদদের অবদান সম্পর্কে অবগত। যার ওপর ভিত্তি করে তার মনে ভাষা শহিদদের প্রতি জন্ম নিয়েছে অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ। ভোর না হতেই যোগ দিয়েছে প্রভাতফেরির মিছিলে। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শান্ত করেছে অতৃপ্ত মনকে।

ভাষা শহিদদের আমরা মনে প্রাণে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করি। দেশের আপামর জনসাধারণ তাদের কৃতকর্মের জন্য কৃতজ্ঞ। যা আমরা উদ্দীপকের জমির মিয়া ও লখার শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। জমির মিয়া ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের একজন। তিনি শাহাদাত বরণ না করলেও হাত–পা হারিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। কিন্তু তিনি আজও তার সহযোদ্ধাদের মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করে ব্যথিত হন। তাদের প্রতি

মরু-ভাস্কর

হবীবুলরাহ্ বাহার

■ লেখক পরিচিতি

নাম	হবীবুলরাহ্ বাহার
জন্ম পরিচয়	**জন্ম** : ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দ। **জন্মস্থান** : ফেনী।
সাহিত্য সাধনা	গদ্য : পাকিস্তান, ওমর ফারবক, আমীর আলী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
রচনার বৈশিষ্ট্য	গদ্য রচনা।
জীবনাবসান	১৫ এপ্রিল ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ।

পাঠ– পরিচিতি

'মরু–ভাস্কর' প্রবন্ধে লেখক মহানবির জীবন ও আদর্শের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন যা আমাদের ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিকতার বিকাশে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। হজরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সেই মহাপুরুষদের মধ্যে একজন যিনি চরিত্রবান; মানবপ্রেমে, জীবপ্রেমে মহীয়ান। বিপদে ধৈর্যশীলতা, দারিদ্র্যে অচঞ্চলতা, শত্রুর প্রতি ক্ষমাশীলতার মহৎ দৃষ্টান্তে তাঁর জীবন সমুজ্জ্বল। অনেক মহাপুরুষের জীবন প্রকৃত তথ্যের চেয়ে কাল্পনিক নানা তথ্যে ভরা। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স.)–এর জীবনের যত তথ্য পাওয়া যায় সবই ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে স্বীকৃত। আল্লাহর মহান নবি হওয়া সত্ত্বেও হজরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন একজন সাধারণ মানুষের মতো। তাই তিনি মানবজাতির গৌরব। তাঁর ৬৩ বছরের ঘটনাবহুল জীবনে, নানা পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁর জীবনের মূলধারা ছিল অপরিবর্তিত। তিনি সব সময় সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেছেন। তাঁর চরিত্রে মিশে ছিল হাসিখুশি ভাব, কোমলতা ও কঠোরতা। আপন বিশ্বাসে, সত্যের জন্য সংগ্রামে তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কঠোর, পর্বতের মতো অটল। কিন্তু নারী–পুরুষ, বন্ধুবান্ধব, শিশু, কিশোর, আত্মীয়স্বজন সবার সঙ্গে ব্যক্তিগত আচরণে তিনি ছিলেন কুসুমের মতো কোমল। তাঁর চরিত্র ছিল প্রীতিতে, মমতায়, স্নেহে, সৌজন্যে দয়ার আধার। জীবনে কাউকে তিনি কড়া কথা বলেননি, কাউকে অভিসম্পাত দেননি। নিজে নির্যাতিত হয়েও প্রতিদানে তিনি ক্ষমা করেছেন। হজরত মানুষে মানুষে ভেদাভেদের পরিবর্তে সাম্যের বাণী প্রচার করে গেছেন। তিনি চরম দুরবস্থা– কবলিত ক্রীতদাসের পরিত্রাণের জন্য কাজ করে গেছেন। নারীর অবস্থার পরিবর্তন ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। অন্য ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও সহিষ্ণু।হজরত কুসংস্কারকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। যা সত্য, যা যুক্তিগ্রাহ্য, তার পক্ষেই তিনি অবস্থান নিয়েছেন। হজরত জ্ঞানচর্চার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন সব সময়। এর ফলে মুসলিম সমাজ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. যেসব মহাপুরবষদের আবির্ভাবে পৃথিবী ধন্য হয়েছে তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক হযরত ওমর (রা.) ● হযরত মুহাম্মদ (স.)
গ হযরত আবুবকর (রা.) ঘ হযরত আলী (রা.)

২. হযরত মুহাম্মদ (স.)–এর জীবন আলোচনা করতে গেলে প্রথমে চোখে পড়ে কোনটি? (অনুধাবন)
● ঐতিহাসিকতাখ ভৌতিকতা গ মানবতা ঘ সহিষ্ণুতা

৩. আরবের লোকদের স্মৃতিশক্তি কেমন ছিল? (জ্ঞান)
● অসাধারণ খ সাধারণ গ বিচৰণ ঘ কম

৪. আরবের লোকেরা সহজেই মুখস্থ করে ফেলত কী? (জ্ঞান)
●কাব্যগ্রন্থ খ কবিতা গ উপন্যাস ঘ প্রবন্ধ গ্রন্থ

৫. সাহিত্যের ইতিহাসে মুখস্থ না করে লিখে রাখাকে কারা লজ্জার কথা বলে মনে করত? (জ্ঞান)
● আরবরা খ আর্যরা গ পাদ্রিরা ঘ মিশররা

৬. সাহাবিরা হাজার হাজার কী মুখস্থ করে রাখত? (জ্ঞান)
● হাদিস খ গজল গ কলেমা ঘ গল্প

৭. হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজেকে কী মনে করতেন? (জ্ঞান)
ক জ্ঞানী খ নবি গ রাসুল ● সাধারণ মানুষ

৮. পথে দেখা হলে বালক–বন্ধুকে কী জিজ্ঞেস করতে হযরত মুহাম্মদের ভুল হয় না? (জ্ঞান)
● বুলবুলির কথা খ টুনটুনির কথা
গ টুকটুকির কথা ঘ তুলতুলির কথা

৯. মক্কা বিজয়ের পর কোন পর্বতের পাদদেশে বসে হযরত মুহাম্মদ বক্তৃতা করছিলেন? (জ্ঞান)
● সাফা খ হেরা গ উহুদ ঘ আলপস

১০. 'মরব–ভাস্কর' প্রবন্ধে কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? (উচ্চতর দৰতা)
● হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উদারতা
খ হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মানবীয় গুণাবলি
গ হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মামার দৃষ্টান্ত
ঘ হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ধর্ম প্রচার

১১. কোন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সাদাসিধা জীবন যাপনের চিত্র ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দৰতা)
ক একজন রসুল বৈ আর কিছুনন
● আমি রাজা নই, কারও মুনিবও নই
গ মা আমার, মা আমার
ঘ বেহেশত মায়ের পায়ের নিচে

১২. প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও দাস–ব্যবসায়ের অত্যাচার জর্জরিত হয়ে মানবতা যখন গুমরে মরছিল, তখন রাসুলুলরাহ্ (স.) কীসের বাণী প্রকার করেন?(অনুধাবন)
ক ইসলামের ● সাম্যের গ মানবতার ঘ উদারতার

১৩. আনাস নামক ভৃত্য কত বছর হযরতের চাকরি করার পরও কড়া কথা শোনেননি? (জ্ঞান)
ক পাঁচ খ ছয় গ সাত ● দশ

১৪. হযরত (স.) এর কন্যা ফাতেমা (রা.)–কে কেন্দ্র করে সে যুগে কী গড়ে উঠেছে? (অনুধাবন)
● নারীর আদর্শ খ শান্তির আদর্শ
গ ন্যায়ের আদর্শ ঘ শিষ্টাচারের আদর্শ

১৫. মানুষকে সালাতে আহ্বান করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (স.) কাকে মুয়াযযিন নিযুক্ত করেছিলে? (জ্ঞান)
● হযরত বেলালকে খ হযরত হেলালকে
গ হযরত ওমরকেঘ হযরত আলীকে

১৬. হযরত মুহাম্মদ (স.) কোনোদিনই কী প্রশ্রয় দেননি? (অনুধাবন)
ক মানবতা ● কুসংস্কার গ ভীতু ঘ দুর্বলতা

১৭. 'মরব–ভাস্কর' শব্দটির অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক মরবভূমির চন্দ্র ● মরবভূমির সূর্য
গ মরবভূমির বালি ঘ মরবভূমির মূর্তি

১৮. হযরত মুহাম্মদ (স.) কীসের প্রতি বেশি গুরবত্ব দিতেন? (অনুধাবন)
ক পরহিতে ● জ্ঞান চর্চায় গ উদারতায় ঘ মানবতায়

১৯. 'মরব–ভাস্কর' প্রবন্ধটি কোন দিকটি উজ্জীবিত হয়েছে?(উচ্চতর দৰতা)
● মুসলিম সমাজে জ্ঞান চর্চায় এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা
খ মুসলিম সমাজে নারীর ৰমতা
গ মুসলিম সমাজে ধর্মচর্চায় এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণ
ঘ মুসলিম সমাজে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০. "এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ৰমা কর।"– এ বক্তব্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে, হযরত মুহাম্মদ (স.) এর –

i. মহানুভবতা ii. সহিষ্ণুতা
iii. করবণা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. যে কথায় হযরত মুহাম্মদ (স.)–এর সাধারণ জীবনযাপন ফুটে উঠেছে–

i. এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ৰমা কর
ii. আমি এমন এক মায়ের সন্তান, শুষ্ক খাদ্যই ছিল যাঁর আহার্য
iii. আমি কারো রাজা নই, কারো মুনিবও নই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. 'মরব–ভাস্কর' প্রবন্ধটিতে ফুটে উঠেছে–

i. ধর্মীয় চেতনা ii. নৈতিক বিকাশ
iii. মহামানবদের প্রতি শ্রদ্ধা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৩. হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন–

i. বিপদে ধৈর্যশীল ii. দারিদ্র্যে চঞ্চলতা
iii. শত্রবর প্রতি ৰমাশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

একটি মাত্র পিরান কাচিয়া শুকায়নি বলে,
রৌদ্রে ধরিয়া বসিয়া আছেগো খলিফা আঙিনা তলে।

২৪. অনুচ্ছেদের উক্ত পঙক্তিটিতে মরব–ভাস্কর প্রবন্ধের কোন বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে?

ক হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর আড়ম্বরপূর্ণ জীবন
খ হযরত মুহাম্মদ (স.)–এর তুচ্ছ বোধের পরিচয়
● হযরত মুহাম্মদ (স.)–এর সাদাসিধা জীবনযাপন
ঘ হযরত মুহাম্মদ (স.)–এর কষ্টের জীবনযাপন

২৫. উক্ত দিকটি বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে–

i. মহানবির (স.) এর দারিদ্র্যের মুকুট মাথায় পরিধানে
ii. গৃহে প্রদীপ জ্বালাবার তেল না থাকার মাধ্যমে
iii. মহানবির আত্মপরিচয় সবার কাছে তুলে ধরার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রেজাউল করিম মানব দরদি মানুষ। কাউকে কোনো দিন কটূকথা বা অভিসম্পাত দেননি। তিনি কুসংস্কারকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। তার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান থাকা অবস্থায় সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তখন তার স্ত্রী মাছ কেটেছিল। পুত্র হবার পর তার একটি কান কাটা হয়। তখন পাড়াপ্রতিবেশী মহিলারা বলাবলি করছিল, বাচ্চা গর্ভে থাকার সময় তার স্ত্রী মাছ কেটেছিল তাই পুত্রের কান কাটা হয়েছে। রেজাউল করিম মহিলাদের ডেকে বললেন, আপনাদের এ কুসংস্কার ধারণা ত্যাগ করবন।

২৬. অনুচ্ছেদে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন প্রবন্ধের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে?

ক রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন খ সেই ছেলেটি
● মরব–ভাস্কর ঘ মাল্যদান

২৭. অনুচ্ছেদে উক্ত প্রবন্ধের যে বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে–

i. মানবতা ii. মহানুভবতা
iii. সহিষ্ণুতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ▸▸ মহামানবের অনসুরণ

শিৰক হাসানুজ্জামান শ্রেণিকৰে শিৰার্থীদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা যদি আদর্শ মানুষ হতে চাও তাহলে একজন আদর্শ মানুষ খুঁজে নাও। যিনি বিপুল ঐশ্বর্য ও ৰমতার অধিকারী হয়েও ছিলেন সাধারণ মানুষের মতো। মানুষের অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা যাঁর চলার একমাত্র পাথেয়। যাঁর মনে রয়েছে প্রেম ও অসীম দয়া। যাঁর সাধনা ও ত্যাগ কেবল মানুষের কল্যাণকে ঘিরেই।

ক. হযরত মোস্তফা (স.) মানবতার কী ছিলেন? ১

খ. মক্কা বিজয়ের পর ভয়ে কাঁপতে থাকা এক ব্যক্তিকে মহানবি কীভাবে আশ্বস্ত করলেন? ২

গ. উদ্দীপকের আদর্শ মানুষ–এর চরিত্র মরব–ভাস্কর প্রবন্ধের কোন চরিত্রের অনুরূ প–ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "যিনি বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও ছিলেন সাধারণ মানুষের মতো"–উক্তিটি 'মরব–ভাস্কর' প্রবন্ধের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত মোস্তফা (স.) মানবতার গৌরব ছিলেন।

খ মক্কা বিজয়ের পর সাফা পর্বতের পাদদেশে বসে হযরত মুহাম্মদ (স.) বক্তৃতা করছিলেন। একজন লোক তাঁর সামনে এসে ভয়ে কাঁপতে লাগল। হযরত অভয় দিয়ে বললেন, ভয় করছ কেন? আমি রাজা নই, কারও মুনিবও নই– এমন মায়ের সন্তান আমি শুষ্ক খাদ্যই যার আহার্য।

গ উদ্দীপকের আদর্শ মানুষ এর চরিত্র 'মরব–ভাস্কর' প্রবন্ধের হযরত মুহাম্মদ (স.) এর চরিত্রের অনুরূ প।

'মরব–ভাস্কর' প্রবন্ধে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর অতুলনীয় চরিত্র মাধুর্যের কথা উলেরখ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন মানবপ্রেমে, জীবপ্রেমে মহীয়ান। সবসময় তিনি সহজ–সরল অনাড়ম্বর জীবন–যাপন করেছেন। আত্মীয়স্বজন সবার সঙ্গে ব্যক্তিগত আচরণে তিনি ছিলেন কুসুমের মতো কোমল। জীবনে কাউকে তিনি কড়া কথা বলেননি। কাউকে অভিসম্পাত দেননি। নিজে নির্যাতিত হয়েও প্রতিদানে তিনি ৰমা করেছেন। ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, অমুসলিমদের অধিকারসহ মানবতার কল্যাণে যুগান্তকারী অবদান রাখেন।

উদ্দীপকে শিৰক হাসানুজ্জামান শিৰার্থীদের এমন একজন আদর্শ মানুষকে অনুসরণ করতে বলেন, যিনি বিপুল ঐশ্বর্য ও ৰমতার অধিকারী হয়েও ছিলেন সাধারণ মানুষের মতো। যিনি লাভ করেছিলেন মানুষের অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। তাঁর প্রেম, অসীম দয়া, সাধনা, ত্যাগ কেবল মানুষের কল্যাণকেই ঘিরে। উদ্দীপকের আদর্শ মানুষের বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মাঝেই পাওয়া যায়। উদ্দীপকে উলিরখিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 'মরব–ভাস্কর' প্রবন্ধে মহানবি (স.) এর সাথেই কেবল মিল পাওয়া যায়।

ঘ যিনি বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও ছিলেন সাধারণ মানুষের মতো– মহানবি (স.) এর ৰেত্রে উক্তিটি যথার্থ।

'মরব–ভাস্কর' প্রবন্ধে উলিরখিত মহানবি (স.) সত্যিই 'মরব–ভাস্কর' বা মরবর সূর্য ছিলেন। কারণ তিনি তাঁর আলোকে পৃথিবী আলোকিত করেছিলেন। আলৱাহর নবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষই মনে করতেন। সাধারণ জীবনযাপন করতেন। এক এতিম শিশু হলেন আরবের অবিসংবাদিত নেতা। হযরত মুহাম্মদ (স.) যখন মদিনার অধিনায়ক, তখন তাঁর ঘরের আসবাব ছিল একখানা খেজুর পাতার বিছানা আর একটি পানির সুরাই। অনাহারে থাকতে হতো তাঁকে এবং অনেক সময় উননে আগুন জ্বলত না।

উদ্দীপকে শিৰক শিৰার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা এমন একজন আদর্শ মানুষ খুঁজে নাও যিনি বিপুল ঐশ্বর্য ও ৰমতার অধিকারী হয়েও ছিলেন সাধারণ মানুষের

শব্দ থেকে কবিতা

হুমায়ুন আজাদ

■ লেখক পরিচিতি

নাম	হুমায়ুন আজাদ।
জন্ম পরিচয়	**জন্ম** : ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ। **জন্মস্থান** : মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার রাড়িখাল গ্রাম।
সাহিত্য সাধনা	**গবেষণা গ্রন্থ** : বাঙলা ভাষা (২ খণ্ড), নারী, বাক্যতত্ত্ব, তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, ভাষা আন্দোলন; সাহিত্যিক পটভূমি। **প্রবন্ধ গ্রন্থ** : কতো নদী সরোবর, লাল নীল দীপাবলিবা বাঙলা ভাষার জীবনী, বাংলা ভাষার শত্রুমিত্র, কাফনে মোড়া অশ্রবিন্দু প্রভৃতি। **কাব্যগ্রন্থ** : অলৌকিক ইস্টিমার, জ্বলো চিতাবাঘ, সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে, 'আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে'। গল্প : যাদুকরের মৃত্যু।
	উপন্যাস : 'ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল, জাদুকরের মৃত্যু, সবকিছু ভেঙে পড়ে, রাজনীতিবিদগণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।'
পুরস্কার ও সম্মাননা	তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ অনেক পুরস্কার লাভ করেছেন।
জীবনাবসান	২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ, ১২ আগস্ট।

পাঠ-পরিচিতি

সাহিত্যের নানা রূপের মধ্যে একটি হচ্ছে কবিতা। রচনাটিতে কবিতার শিল্পরূপ ও তার বৈশিষ্ট্য অপরূপ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কাকে বলা যায় কবিতা? লেখকের মতে, যা পড়লে মনের ভিতর স্বপ্ন জেগে ওঠে, ছবি ভেসে ওঠে, তা-ই কবিতা। শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে লেখা হয় কবিতা। কেবল কবিরাই লিখতে পারেন কবিতা। কেননা কবিরাই স্বপ্ন দেখতে পারেন, তাঁরাই পারেন স্বপ্নের ছবি আঁকতে। নতুন ছবি নতুন ভাব কেবল কবিদের চেতনায় খেলা করে বলে তাঁরা লিখতে পারেন কবিতা। কবিতা লিখতে হলে শব্দের রূপ-রং-গন্ধ-বর্ণ-সুর ও ছন্দ চিনতে হয়, জানতে হয়। কবিরা চেনেন এবং জানেন শব্দের এসব মায়াবী রূপ। তাই তাঁরা লিখতে পারেন কবিতা। অনেক বিষয় নিয়েই কবিতা লেখা যায়। তবে কবিতা লেখার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন স্বপ্ন। যিনি স্বপ্ন দেখতে জানেন না, তিনি লিখতে পারেন না কবিতা। স্বপ্ন দেখার জন্য শৈশব-কৈশোরে পড়তে হবে কবিতার পর কবিতা, দুচোখ মেলে দেখে নিতে হবে যা-কিছু চোখে পড়ে, তার সবটা। অর্থাৎ কবিতা লেখার জন্য চাই অভিজ্ঞতা। কবিতার রূপ ও তার রচনা-কৌশল বর্তমান রচনার উপজীব্য।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধের লেখক কে?** (জ্ঞান)
ক আহসান হাবীব ● হুমায়ুন আজাদ
গ হাশেম খান ঘ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

২. **যে লেখাগুলোর পঙ্ক্তিগুলো খুব বেশি বড় হয় না তাকে কী বলে?** (জ্ঞান)
ক নাটক খ ছোটগল্প গ উপন্যাস ● কবিতা

৩. **কবিরা কীসের মতো স্বপ্ন দেখেন?** (জ্ঞান)
● চাঁদের মতো খ সূর্যের মতো
গ আলোর মতো ঘ রঙের মতো

৪. **সারাদিন ভাবতে হবে কীসের কথা?** (জ্ঞান)
● শব্দের কথা খ গানের কথা গ নৃত্যের কথা ঘ কবিতার কথা

৫. **কবিতা শেখার জন্য ছোটবেলা থেকেই কোন কাজটি করা অতি প্রয়োজন?** (জ্ঞান)
● পড়া ও শব্দ শেখা খ পড়া ও গান শোনা
গ পড়া ও খেলা করা ঘ পড়া ও লেখা

৬. **কবিতার মূল উপাদান কী?** (জ্ঞান)
● শব্দ খ বাক্য গ পঙ্ক্তি ঘ বিষয়বস্তু

৭. **যেকোনো বিষয়েই কবিতা লেখা যায় যদি মনে কী থাকে?** (জ্ঞান)
● স্বপ্ন খ ছন্দ গ আনন্দ ঘ বেদনা

৮. **'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধে লেখক যে কবিতাটি লিখেছেন তার নাম কী?** (জ্ঞান)
ক বাতাবি লেবু ● দোকানি
গ চাঁপা ঘ লাল-নীল স্বপ্ন

৯. **লেখক প্রবন্ধে কোন জিনিসগুলো বিক্রির কথা বলেছেন?** (জ্ঞান)
ক চাঁপার গন্ধ, গোলাপের গন্ধ ● চাঁপার গন্ধ, নাচের ছন্দ
গ পাখির গান, বাতাবি লেবুর সুবাস ঘ সাদা দুধ, খয়েরি চকোলেট

১০. **'ছন্দ' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?** (অনুধাবন)
● শব্দের মিল খ তাল
গ উপমা ঘ গন্ধ-বর্ণ-সুর

১১. **শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধে 'দোকানি' তার দোকানে কোন ফুলের মুখের রূ প বিক্রি করবে?** (জ্ঞান)
ক গন্ধরাজ খ সূর্যমুখী গ পারবল ● গোলাপ

১২. **চড়ুই পাখির ঠোঁটে কী?** (জ্ঞান)
ক শস্য খ পানি ● কুটো ঘ তুলো

১৩. **ছোট বয়সে কবিতা লেখা শুরব করলে মনে কোন কথা আসে?** (জ্ঞান)
ক আবোলতাবোল খ উদ্ভট কথা
● কাঁচা কথা ঘ রূ পকথা

১৪. **আমরা অনেক কিছু বলতে পারি কীভাবে?** (অনুধাবন)
● কবিতার মাধ্যমে খ গল্পের মাধ্যমে
গ নাটকের মাধ্যমে ঘ হাসির মাধ্যমে

১৫. **'গোলাপ ফুলের মুখের রূ প' বাক্যটিতে কয়টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে?** (জ্ঞান)
ক দুই খ তিন ● চার ঘ পাঁচ

১৬. **চাঁদের আলো, স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দ, গোলাপ ফুলের মুখের রূ প- শব্দগুলো কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?** (প্রয়োগ)
ক রূ পকার্থে খ নামহীনভাবে ● উপমা হিসেবে ঘ অর্থহীনভাবে

১৭. **'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধের পাঠের উদ্দেশ্য কী?** (উচ্চতর দৰতা)
ক শিল্পরূ প হতে অনুপ্রাণিত করা খ ছবি আঁকতে অনুপ্রাণিত করা
● সৃষ্টিশীল হতে অনুপ্রাণিত করা ঘ শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে দেওয়া

১৮. **সাহিত্যের প্রথম আধুনিকতম শাখা কোনটি?** (জ্ঞান)
ক নাটক খ উপন্যাস ● কবিতা ঘ গল্প

১৯. **'টুকটুকে লাল পাখির গান' বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?** (অনুধাবন)
ক পালা গান খ রঙিন গান গ সুন্দর গান ● মিষ্টি গান

২০. **'যা অবাক করে দেয়' এক কথায় তাকে কী বলা হয়?** (জ্ঞান)
ক চমৎকার খ ভালো লাগা ● চমকপ্রদ ঘ সুন্দর

২১. **'উপমা' শব্দটির অর্থ কী?** (জ্ঞান)
ক কঙ্কন খ পরিমান গ উদাহরণ ● তুলনা

২২. **'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধে কোনটি ফুটে উঠেছে?** (উচ্চতর দৰতা)
ক কবিতা লেখা খ গান লেখা
গ ছবি আঁকা ● শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা

২৩. **কবিতা লেখার জন্য কী প্রয়োজন?** (অনুধাবন)
● মনের স্বপ্ন খ জ্ঞান গ চর্চা ঘ শিৰা

২৪. **কবিতা পড়লে চোখে কী জমা হয়?** (জ্ঞান)
ক কৌতূহল ● স্বপ্ন গ স্মৃতি ঘ সুখ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৫. **কবিতা হলো–**

i. যা পড়লে মনের ভিতর স্বপ্ন জেগে ওঠে
ii. যা পড়লে মনের ভিতর ছবি জেগে ওঠে
iii. যা পড়লে মনের ভিতর নেচে গেয়ে ওঠে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৬. **অনেক শব্দ রয়েছে যেগুলো থেকে–**

i. বাঁশির সুর বের হয় ii. হাসির সুর বের হয়
iii. সমুদ্রের সুর বের হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. **কবিতা লিখতে হলে জানতে হবে–**

i. শব্দ ii. ছন্দ iii. উপমা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭১ ও ৭২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জয়া ছোটবেলা থেকেই কবিতা পছন্দ করে। কবিতা লেখার প্রতি তার খুব আগ্রহ। এজন্য সে মনে মনে বিভিন্ন বিষয় নির্বাচন করলেও কিছুতেই সে এ বিষয়গুলো শব্দের গাঁথুনির মধ্যে এনে কবিতায় রূ প দিতে পারে না।

২৮. **জয়ার মধ্যে কীসের অভাবের কারণে সে কবিতা লিখতে পারছে না?**

ক ছন্দ খ ভাব গ অর্থ ● শব্দ

২৯. **উক্ত বিষয়ের জন্য রচনাটি–**

i. মনে রং ও সুর জমাতে হবে
ii. শব্দ শিখতে হবে
iii. চারদিকের সবকিছু দেখতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ▸▸ ছড়া মনের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করে

জীবন ও মনন দুই ভাই ছড়া কেটে কেটে খেলতে লাগল। আজকে দাদা যাবার আগে বলব যা মোর চিত্তে লাগে, নাইবা তাহার অর্থ হোক নাইবা বুঝুক বেবাক লোক, আজকে আমার মনের মাঝে ধাই ধপাধপ তবলা বাজে। হঠাৎ জীবন মননকে বলল, আমরাও তো ইচ্ছে করলে ছড়া লিখতে পারি। এই যে বলা হলো, 'মনের মাঝে ধাই ধপাধপ তবলা বাজে, নাইবা তাহার অর্থ হোক নাই বা বুঝুক বেবাক লোক'– আমরা আমাদের জন্যই শুধু রচনা করব। [ফেনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখেন কারা? ১
খ. লেখকের মতে, কবিতা পড়লে কেমন লাগে? ২
গ. উদ্দীপকে 'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধের কোন দিকটির সাদৃশ্য নির্দেশ করে–? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'মনের মাঝে ধাই ধপাধপ তবলা বাজে'– এই উক্তিটি শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখেন কবিরা।

খ লেখকের মতে, কবিতা পড়লে মন নেচে ওঠে, গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছা করে, চোখে বুকে রংবেরঙের স্বপ্ন এসে জমা হয়।

কবিতা কখনো আমাদের মন প্রফুলর করে, আবার কখনো মনকে বিষাদময় করে। কবিতা পড়লে আমাদের বিষাদময় দিন আনন্দে ভরে যায়। কবিতা মাঝে মাঝে আমাদের আবেগঘনও করে তোলে। তাই কবিতার মাধ্যমে আমাদের মনে রং ছড়িয়ে পড়ে এবং আমাদের চোখে স্বপ্ন এসে ধরা দেয়।

গ উদ্দীপকের সাথে 'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধের যেকোনো বিষয় নিয়েই যে কবিতা লেখা যায় এবং কবিতা লেখার জন্য যে স্বপ্নের প্রয়োজন এই দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, যেকোনো বিষয় নিয়েই কবিতা লেখা যায়। বাড়ির পাশের গলি, দূরের ধানখেত, পোষা বিড়াল, পুতুলকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি স্বপ্ন থাকে। আর যা নেই তা নিয়েও কবিতা লেখা যায়, যদি স্বপ্ন থাকে। কবিতা লেখার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন স্বপ্ন।

উদ্দীপকেও ছড়া কেটে খেলার সময় জীবন ও মনন অনুভব করে, মনে যা আসে তাই কিংবা যা দেখতে পাওয়া যায় তাই নিয়ে ছড়া লেখা উচিত। যদি তার নির্দিষ্ট কোনো অর্থ না থাকে বা মানুষ যদি তার অর্থ নাও বোঝে তাতে কোনো ৰতি নেই। মনে যা আসে তাই নিয়ে ছড়া ও কবিতা লেখা উচিত। তা কেউ বুঝুক বা না বুঝুক। নিজের মনের আনন্দের জন্য হলেও ছড়া লেখা উচিত এবং একসময় অভিজ্ঞতা অর্জন করলে সার্থক ছড়া রচনা করা সম্ভব। তাই বলা যায়, ছড়া ও কবিতা রচনার জন্য প্রয়োজন স্বপ্ন– এই ৰেত্রে উভয়ের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধের আলোকে 'মনের মাঝে ধাই ধপাধপ তবলা বাজে'–উক্তিটির মাধ্যমে নিজের আনন্দের জন্যই শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে ছড়া রচনার কথা বলা হয়েছে।

'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধে লেখক কবিতা লেখার কিছু নিয়ম বলেছেন এবং কবিতা লেখার জন্য স্বপ্নের যে প্রয়োজন তা বর্ণনা করেছেন। কবিরাই স্বপ্ন দেখতে পারেন, তারাই পারেন স্বপ্নের ছবি আঁকতে। নতুন ছবির নতুন ভাব কেবল কবিদের চেতনায় খেলা করে বলে তারা লিখতে পারেন কবিতা। কবিতায় ব্যবহার করতে পারে শব্দের রূ প, রং, গন্ধ, বর্ণ, সুর, ছন্দ।

উদ্দীপকে জীবন ও মনন দুই ভাই ছড়া কেটে খেলতে লাগল– 'আজকে দাদা যাওয়ার আগে বলব যা মোর চিত্তে লাগে, নাইবা তাহার অর্থ হোক, নাইবা বুঝুক বেবাক লোক, আজকে আমার মনের মাঝে ধাই ধপাধপ তবলা বাজে' এ থেকে উভয়ে সিদ্ধান্ত নিল ছড়া লেখার– নিজেদের আনন্দের জন্যই ছড়া রচনা করার। যা পড়লে মনের মাঝে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। যেন মনের মাঝে ধাই ধপাধপ তবলা বাজে।

উলিরখিত আলোচনায় বলা যায়, 'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন– ২ ▸▸ কবিতা লেখার উপাদান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য–কবিতার প্রতি কাবেরীর বিশেষ দুর্বলতা। মাঝে মাঝে তারও ইচ্ছা হয় এমন সুন্দর সুন্দর কবিতা লেখার। তাই কাবেরী একদিন ড. আয়েশা বেগমকে তার এ আগ্রহের কথা জানায়। তখন ড. আয়েশা বেগম বলেন– কবিতা লিখতে হলে নতুন কথা ভাবতে হবে, আর সে কথাকে পরিয়ে দিতে হবে শব্দ ও ছন্দের রঙিন সাজ পোশাক।

ক. কবিতার জন্য কী দরকার? ১
খ. যার স্বপ্ন নেই সে কবি হতে পারে না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ড. আয়েশা বেগমের বক্তব্যের সাথে 'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধের লেখকের বক্তব্যের সাদৃশ্য কোথায়– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ড. আয়েশা বেগম ও 'শব্দ থেকে কবিতা' রচনার লেখকের বক্তব্য যেন একসূত্রে গাঁথা– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কবিতার জন্য দরকার রং–বেরঙের শব্দ।

খ কবিতা লিখতে হলে স্বপ্ন দেখা প্রয়োজন। তাই যার স্বপ্ন নেই সে কবি হতে পারে না।

কবিতা কেবল কবিরাই লিখতে পারেন। কারণ কবিরা স্বপ্ন দেখতে পারেন, স্বপ্নের ছবি আঁকতে পারেন। নতুন ছবি, নতুন ভাব নিয়ে তারা চিন্তাভাবনা করেন বলে তারা কবিতা লিখতে পারেন। কবিরা তাদের দেখা স্বপ্নকে শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এজন্য স্বপ্ন না দেখতে পারলে কবিতা লেখা যায় না।

গ কবিতা লেখার জন্য লেখক 'শব্দ থেকে কবিতা' প্রবন্ধে যে বৈশিষ্ট্য বা বিষয়গুলোর কথা বলেছেন তা উদ্দীপকের ড. আয়েশা বেগমের বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পাখি

লীলা মজুমদার

■ **লেখক পরিচিতি**

নাম	লীলা মজুমদার।
জন্ম পরিচয়	**জন্ম :** ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ। **জন্মস্থান :** কলকাতার বিখ্যাত রায় পরিবারে, গড়পার রোডের বাড়িতে।
সাহিত্য সাধনা	তার প্রথম গল্প লক্ষ্মীছাড়া ১৯১২ সালে 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া তার অনন্য সাহিত্যকর্মগুলো হচ্ছে– হলদে পাখির পালক, দিন দুপুরে, বদ্যিনাথের বড়ি, গুপির গুপ্তখাতা, টং লিং, পদিপিসীর বমি বাক্স, সব ভুতুড়ে, পাকদণ্ডী (আত্মজীবনী)।
পুরস্কার ও সম্মাননা	আনন্দ পুরস্কার ও শিশু সাহিত্য পুরস্কার।
জীবনাবসান	২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি '

পাখি' গল্পটি লীলা মজুমদারের 'চিরকালের সেরা' গল্প-সংকলন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। গল্পের কিশোরী কুমু অসুস্থ হলে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে পরিবার। সহপাঠীরা সবাই উপরের ক্লাসে উঠে যাবে, কুমু নিচের ক্লাসে পড়ে থাকবে এই নিয়ে কুমুর ভাবনার শেষ নেই। দ্রুত সুস্থতার জন্য কুমু সোনাঝুরিতে দিদিমার দোতলা বাড়ির উন্মুক্ত পরিবেশে এলে একটি অভূতপূর্ব ঘটনার সম্মুখীন হয়। শিকারির বন্দুকের গুলির আঘাতে একটি বুনোহাঁস আহত হলে কুমু তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। পাখিটিকে সুস্থ করে তোলার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সমবয়সী কিশোর লাটুর সহযোগিতা নিয়ে কুমু পাখিটাকে সকল বিপদ থেকে বাঁচতে এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করে। গল্পটির একটি অসাধারণ দিক হচ্ছে পাখিটির সেরে ওঠার প্রতিটি ধাপ থেকে কুমু নিজেও সুস্থ হবার প্রেরণা পায়। পাখিটির প্রতি দুজন কিশোর-কিশোরীর অকৃত্রিম মমত্ববোধ ও সমবেদনা গল্পটিকে এক অনন্য মাত্রায় উন্নীত করেছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. কুমু ডান পাটা মাটি থেকে কতটুকু উঁচু করতে পারে?
● এক বিঘত খ দুই বিঘত
গ এক হাত ঘ দেড় হাত

২. কুমু ঝাঁকে ঝাঁকে কী দেখতে পেল? (জ্ঞান)
● বুনোহাঁস খ বক গ পানকৌরি ঘ শালিক

৩. যেই শীত আসে তখন কোন দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস আসে? (জ্ঞান)
ক দক্ষিণ ● উত্তর গ পশ্চিম ঘ পূর্ব

৪. বাঁধের কাছে পাখিরা কত দিন বিশ্রাম নেয়? (জ্ঞান)
● দু–তিন খ তিন–চার গ আট–দশ ঘ পনেরো–বিশ

৫. লাটুর কথা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দূরে কীসের শব্দ শুনতে পেল? (অনুধাবন)
ক গাড়ির খ বিদ্যুৎ চমকানোর
● বন্দুকের ঘ গ্রেনেডের

৬. মিলন ঝড়ের দিনে আমবাগানে আম কুড়াতে যায়। সেখানে হঠাৎ করে একটি টিয়া পাখির বাচ্চা গাছ থেকে নিচে পড়লে সে বাচ্চাটিকে বাড়ি এনে পরিচর্যা করে। মিলনের পাখি পরিচর্যা করার বিষয়টি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন রচনার সাথে মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক সেই ছেলেটি ● পাখি গ ছবির রং ঘ লখার একুশে

৭. লাটু কুমুর কাঁধের ওপর উঁকি মেরে কী দেখতে পায়?
● পাখি খ হাতি গ ঘোড়া ঘ গাড়ি

৮. লাটু শক্ত করে কী বেঁধেছিল? (জ্ঞান)
ক গাছটা ● ঝুড়িটা গ পাখিটা ঘ গরবটা

৯. লাটু পাখিটির ক্ষত স্থানে কোন রঙের মলম লাগিয়ে ছিল? (জ্ঞান)
● হলুদ খ লাল গ সাদা ঘ কালো

১০. কুমুর পায়ের শক্তি ফিরে পাওয়ার কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● পাখির থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণা খ দিম্মার থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণা
গ লাটুর থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণা ঘ মায়ের থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণা

১১. দ্রুত সুস্থতার জন্য কুমু কোথায় গিয়েছিল? (জ্ঞান)
ক বাংলাতে খ ফুলবাড়িতে ● সোনাঝুড়িতে ঘ বগুড়াতে

১২. কুমু সোনাঝুরিতে কার বাড়িতে গিয়েছিল? (জ্ঞান)
ক পিসিমার ● দিদিমার গ দিদির ঘ মাসিমার

১৩. কুমু সোনাঝুরিতে দিদিমার বাড়ি গিয়েছিল কেন? (অনুধাবন)
● দ্রুত সুস্থতার জন্য খ পূজার ছুটিতে আনন্দ করার জন্য
গ মামাতো বোনের বিয়ের জন্য ঘ পরীক্ষা শেষে আনন্দ করার জন্য

১৪. শিকারির বন্দুকের গুলির আঘাতে একটি বুনোহাঁস আহত হলে কুমু কী করেছিল? (জ্ঞান)
● সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় খ নদীতে ভাসিয়ে দেয়
গ জঙ্গলে রেখে আসে ঘ দিদিমা পাখিটিকে এনে দেয়

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫. 'পাখি' গল্পের আঘাতপ্রাপ্ত বুনো হাঁসটির–
i. খানিকটা রক্ত জমা ii. শরীরটা থর থর করে কাঁপছে
iii. মুখ দিয়ে লালা ঝড়ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. কুমু জোর গলায় বলল–
i. নিশ্চয় বাঁচে ii. চুন হলুদ দিয়ে ডানা বেঁধে
iii. গরম জায়গায় রাখলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭. রোজ পাখিটা একটু করে সেরে ওঠে ঝুড়ি থেকে ডালে নামে। আর আনন্দের চোটে কুমুও–
i. নিজের বিছানা নিজে পাতে ii. নিজে স্নান করে
iii. নিজে রান্না করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

"হঠাৎ আমি চমকে উঠি
হলদে পাখির ডাকে
ইচ্ছে করে ছুটে বেড়াই
মেঘনা নদীর বাঁকে।'

১৮. অনুচ্ছেদে 'আমি' 'পাখি' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষণীয়? (প্রয়োগ)
● কুমু খ মা গ লাটু ঘ দিদিমা

১৯. অনুচ্ছেদে উক্ত চরিত্রটির যে দিক প্রতিফলিত হয়েছে–
i. মমত্ববোধের ii. সমবেদনার
iii. সহযোগিতার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৩ ও ৫৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

"সে দিনও নেমেছিল ঢল–
শ্রাবণের নয়, ফালগুনের
জলের নয়, তাজা রক্তের;
যাতে ভাসিয়েছিল পাক সরকারের
সব অহংকার।"

২২. **অনুচ্ছেদের কবিতাংশটির বিষয়বস্তু তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন রচনার সাদৃশ্য রয়েছে?**
ক মরব–ভাস্কর খ শব্দ থেকে কবিতা
গ ছবির রং ● পিতৃপুরবষের গল্প

২৩. **অনুচ্ছেদে রচনার যে বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে–**
i. ভাষা আন্দোলন ii. শহিদদের আত্মত্যাগ
iii. গণআন্দোলনের
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ বীর মুক্তিযোদ্ধার দৃষ্টান্ত

"আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, মৃত্যু পিছনে আগে,
ভয়াল বিশাল নখর মেলিয়া দিবস রজনী জাগে।
কখনো সে ধরে রেজাকার বেশ, কখনো সে খান–সেনা,
কখনো সে ধরে ধর্ম–লেবাস পশ্চিম হতে কেনা।
কখনো সে পশি ঢাকা–বেতারের সংরবিত ঘরে,
ৰেপা কুকুরের মরণ কামড় হানিছে ৰিপ্ত স্বরে।"

ক. ঢাকা শহরের আগের নাম কী? ১
খ. অন্তু মামার কাছে চিঠি লিখল কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধা চরিত্রটি পিতৃপুরবষের গল্প–এর কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ –ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, মৃত্যু পিছনে আগে"– কথাটির তাৎপর্য 'পিতৃপুরবষের গল্প' রচনার আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঢাকা শহরের আগের নাম জাহাঙ্গীরনগর।

খ মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনার জন্য অন্তু মামাকে ঢাকায় আসার জন্য চিঠি লিখল।
অন্তুর মামা গ্রামে থাকে। তাকে ঢাকা আসবার জন্য অন্তু চিঠি লিখেছিল, কারণ মামা কাজল ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। তাই মুক্তিযুদ্ধের গল্প মামার মুখে শোনার জন্য সে মামাকে চিঠি লিখেছিল।

গ উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধা চরিত্রটি 'পিতৃপুরবষের গল্প' রচনায় কাজল মামা চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'পিতৃপুরবষের গল্প' রচনার কাজল মামা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। ঢাকা শহর ছেড়ে হঠাৎ তিনি গ্রামে হাজির। তারপর রাত দিন এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে ছেলেদের জোগাড় করে মিছিল মিটিং করেন। রাইফেল জোগাড় করে ট্রেনিং নেন। বাবার নিষেধ সত্ত্বেও তিনি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

উদ্দীপকে একজন মুক্তিযোদ্ধার উলেরখ রয়েছে। যিনি জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে যুদ্ধ করেন। তার আগে পিছে মৃত্যুর বিভীষিকা। আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে তিনি রাত জাগেন। রাজাকার, খান–সেনা ধর্মের লেবাস পরেন তিনি যুদ্ধের কৌশল হিসেবে। শত্রবর মোকাবিলায় ৰেপা কুকুরের মতো মরণকামড় হানেন তিনি। 'পিতৃপুরবষের গল্প' রচনায় কাজল মামার যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ না থাকলেও তিনি যে অস্ত্র হাতে ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধে অকুতোভয় সৈনিকের মতো যুদ্ধ করেছেন তা স্পষ্ট। তাই এ কথা নিদ্বিধায় বলতে পারি উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধা চরিত্রটি 'পিতৃপুরবষের গল্প' রচনায় কাজল মামা চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ 'আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, মৃত্যু পিছনে আগে' কবিতায় এই পঙক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

'পিতৃপুরবষের গল্প' রচনায় কাজল মামা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন দেশে যুদ্ধ লেগে যায়। তিনি গ্রামে গিয়ে লোকজনকে সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে হলটিতে তিনি থাকতেন সেটি হাজী মোহাম্মদ মহসীন হল। এই হলের কয়েক শত ছাত্রকে মাঠে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করেছিল পাক সেনারা।

উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। সামনে পিছে সকল দিক থেকে মৃত্যু তাকে ধাওয়া করে। যুদ্ধের কৌশল হিসেবে রাজাকার, খান–সেনা কিংবা ধর্মের লেবাস ধারণ করেন কাজল। আবার শত্রবর মোকাবিলায় বজ্রকঠোর হয়ে ৰেপা কুকুরের মতো মরণকামড় হানে।

'পিতৃপুরবষের গল্পে' আমরা দেখি পাকিস্তানি শাসককের অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ জানিয়েছিল বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসীন হলে কয়েকশ তরবণ ছাত্রকে লাইনে দাঁড় করে গুলি করে হত্যা করা হয়। মানুষের জান মাল তখন এতটাই সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল। উদ্দীপকেও একই ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। তাই একজন মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু পিছনে আগে কথাটি যথার্থ।

প্রশ্ন– ২ ভাষা শহিদদের স্মৃতি

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রবয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি"
[একুশের গান : আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী]

ক. ভাষা আন্দোলন হয়েছিল কত সালে? ১
খ. স্মৃতিসৌধ কেন গড়ে উঠেছে? ২
গ. উদ্দীপকটি 'পিতৃপুরবষের গল্প' গল্পের কোন দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ–ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'একুশে ফেব্রবয়ারি আমাদের গৌরবের অর্জন'–উক্তিটি উদ্দীপক ও 'পিতৃপুরবষের গল্প' রচনার আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভাষা আন্দোলন হয়েছিল ১৯৫২ সালে।

খ রক্ত ভেজা স্মৃতিকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য ধরে রাখতে গিয়েই শহিদ মিনারের মতো স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।

আমাদের স্বাধীনতা কিংবা রাষ্ট্রভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পেছনে প্রচুর ত্যাগ এবং তিতিৰা এবং রক্তের ইতিহাসে রয়েছে। এর সাথে লৰ প্রাণদানের করবণ কাহিনি রয়েছে। সেসবকে স্মরণীয় করে রাখতেই স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।

গ উদ্দীপকটি 'পিতৃপুরবষের গল্প' রচনায় উলিরখিত রক্তস্রোতে ভাষা আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'পিতৃপুরবষের গল্প' রচনায় কাজল মামা অন্তুকে বলে মায়ের ভাষা বাংলাকে রৰা করতে গিয়ে অনেক বাঙালি প্রাণ দিয়েছিল একদিন। তখন কাজল মামা বলেন, পাকিস্তানের শাসকেরা আমাদের বাঙালিদের ওপর তাদের উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। বাঙালি তা মেনে নেয়নি। ১৯৫২ সালে উর্দুভাষা চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে বাঙালি যখন প্রতিবাদ করে তখন পাকিস্তানি পুলিশ গুলি করে অনেককে হত্যা করে। অনেক রক্তের বিনিময়েই আমরা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি।

উদ্দীপকের বক্তব্যটি আমাদের হৃদয়ে গভীর অনুভূতির সৃষ্টি করে। বাঙালির রক্তে ভেজা ভাষা আন্দোলন সফল হওয়ার কারণেই সেদিন মাতৃভাষা বাংলার দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রবয়ারিকে তাই ভোলা সম্ভব নয়। যারা সেদিন রক্ত দিয়েছে জীবন দিয়েছে তারা আমাদের ভাই ও স্বজন। সেই বেদনাবিধুর স্মৃতি আমাদের পৰে ভোলা সম্ভব নয়। 'পিতৃপুরবষের গল্পে' এই শহিদদের পিতৃপুরবষ বলা হয়েছে। গল্পে ভাষা শহিদদের ত্যাগ–তিতিৰার কথা বলা হয়েছে। তাই উদ্দীপকে উলিরখিত একুশে ফেব্রবয়ারি বা ভাষা আন্দোলনের বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ।

১ কবিতা ৫

নতুন দেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি

নাম	**প্রকৃত নাম :** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। **ছদ্মনাম :** ভানুসিংহ ঠাকুর।
জন্ম পরিচয়	**জন্ম :** ৭ই মে, ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ (২৫ শে বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ)। **জন্মস্থান :** জোড়াসাঁকো, কলকাতা।
সাহিত্য সাধনা	**কাব্যগ্রন্থ :** বনফুল, মানসী, কড়ি ও কোমল, সোনার তরী, চিত্রা, ৰণিকা, বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, গীতাঞ্জলি, শেষ লেখা বিশেষ উলেরখযোগ্য। **উপন্যাস :** গোরা, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ, চোখের বালি, যোগাযোগ, নৌকাডুবি, শেষের কবিতা, দুইবোন, মালঞ্চ ইত্যাদি। **কাব্যনাট্য :** কাহিনী, চিত্রাঙ্গাদা, বসন্ত, বিদায় অভিশাপ, মালিনী, রাজা ও রানি ইত্যাদি। **নাটক :** অচলায়তন, চিরকুমার সভা, মুক্তধারা, ডাকঘর, রক্তকরবী, রাজা, বিসর্জন ইত্যাদি। **গল্পগ্রন্থ :** গল্পগুচ্ছ, গল্পস্বল্প, তিনসঙ্গী, লিপিকা, সে ইত্যাদি। **ভ্রমণকাহিনি :** জাপান যাত্রী, পথের সঞ্চয়, পারস্যে, রাশিয়ার চিঠি, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র ইত্যাদি। **শিশুসাহিত্য :** শিশু ভোলানাথ, খাপছাড়া ইত্যাদি।
পুরস্কার ও সম্মাননা	নোবেল পুরস্কার (১৯১৩), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডিলিট (১৯১৩), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডিলিট (১৯৪০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডিলিট (১৯৩৬) অর্জন।
জীবনাবসান	৭ই আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ (২২ শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজ পাঠ' গ্রন্থের প্রথম ভাগ থেকে নেওয়া হয়েছে। এ কবিতায় অজানাকে জানার সীমাহীন কৌতূহল এবং প্রকৃতির সকল রহস্য উন্মোচন করার অপার আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশিত হয়েছে। ভাঁটার টানে ঘাটে বাঁধা নৌকা মাঝ নদী পেরিয়ে কোথায় গিয়ে যে পৌঁছবে তার কোনো ঠিক নেই। হয়তো কোনো নতুন দেশে বা নতুন পরিবেশে গিয়ে সে পৌঁছবে। এ সব প্রশ্নের উত্তর জানতে কৌতূহল জাগবে যে কারোরই। হয়তো কোনো অসীম সৌন্দর্য, অজানা আনন্দ বা অপার বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। অজানার প্রতি এই ব্যাকুলতা শিশুরা তার আশপাশের সবার মধ্যেও দেখতে চায়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **'জানি না কোন দেশে পৌঁছে যাবে শেষে'– চরণটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চরণ কোনটি?** (প্রয়োগ)
● কোন বনেতে জানিনে ফুল   খ জানিনে তোন ধন রতন
গ সার্থক জন্মেছি এই দেশে   ঘ গন্ধে এমন করে আকুল

২. **"সাধ জাগে মোর মনে, অমনি করে যাই ভেসে, যাই নতুন নগর বনে"। উক্তিটিতে কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?** (উচ্চতর দৰতা)
● কল্পনা শক্তি   খ ভাবের গভীরতা
গ আত্মভাবনা   ঘ মুক্ত চেতনা

৩. **নতুন দেশ কবিতায় কোথায় নতুন নতুন ফুল ফোটে?** (জ্ঞান)
● বনের তলে   খ উঠানের পাশে
গ পথের ধারে   ঘ ফসলের মাঠে

৪. **'নতুন দেশ' কবিতায় নৌকো কখন ভেসে যায়?** (জ্ঞান)
ক বেলা শেষে   খ দুপুর শেষে
● রাত শেষে   ঘ সকালে

৫. **'নতুন দেশ' কবিতার কবির মনে কী সাধ জাগে?** (অনুধাবন)
● নৌকোর মতো ভেসে যেতে   খ মেঘের মতো ভেসে যেতে
গ পাখির মতো উড়ে যেতে   ঘ পরির মতো উড়ে যেতে

৬. **'পাহাড় চূড়া সাজে'– এ চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?** (অনুধাবন)
● পাহাড়ের সৌন্দর্যের কথা   খ পাহাড়ের আকৃতির কথা
গ পাহাড়ের ইতিকথা   ঘ পাহাড়ের সাজার কথা

৭. **শিশুটি কোনটি ভেঙে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না?** (অনুধাবন)
ক মন ভেঙে   ● বরফ ভেঙে
গ জল ভেঙে   ঘ প্রাচীর ভেঙে

৮. **শিশুটির মনে আৰেপ কী কারণে?** (অনুধাবন)
● বাবা কেন অফিস যায়   খ মা কেন রান্না করে
গ ভাই কেন কান্না করে   ঘ বোন কেন স্কুলে যায়

৯. **শিশু সানি স্বপ্ন দেখে সে এক নতুন দেশে পৌঁছে গেছে। যেখানে আছে চকোলেটের নদী, আইসক্রিমের পাহাড়। ঘুম ভেঙে গেলেই সানি বুঝতে পারে এটি স্বপ্ন ছিল। সানি মনে মনে বলে এমন দেশে যদি যাওয়া যেত, খুব মজা হতো! সানির স্বপ্ন দেখার মধ্যে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?** (প্রয়োগ)
● ইচ্ছে পূরণ   খ চকোলেট খাবার ইচ্ছা
গ আইসক্রিম খাবার ইচ্ছা   ঘ মজা করার শখ

১০. **বনের তলে কোথায় কোথায় কী ফুটে?** (অনুধাবন)
ক নানা ফল   ● নতুন নতুন ফুল
গ নানা প্রকারের ক্যাকটাস   ঘ বিভিন্ন রঙের জবা

১১. **কার জন্য নতুন দেশে অসীম সৌন্দর্য এবং অপার আনন্দ অপেৰা করে আছে?** (অনুধাবন)
● শিশুর জন্য   খ বাবার জন্য
গ মায়ের জন্য   ঘ বোনের জন্য

১২. **'নতুন দেশ' কবিতাটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?** (জ্ঞান)
ক সোনার তরী   খ গীতাঞ্জলি
● সহজ পাঠ   ঘ বলাকা

১৩. **'নতুন দেশ' কবিতায় কবি কীসের রহস্য উন্মোচন করতে চেয়েছেন?**
ক রাজনীতির   খ সামাজিক
● প্রকৃতির   ঘ আধ্যাত্মিক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪. **'নতুন দেশ' কবিতার শিৰণীয় যে বিষয় ফুটে উঠেছে–**
i. অনুসন্ধিৎসা   ii. কল্পনাশক্তি
iii. অজানা মানবাকাঙ্ক্ষা

এই অক্ষরে

মহাদেব সাহা

■ **কবি পরিচিতি**

নাম	মহাদেব সাহা।
জন্ম পরিচয়	**জন্ম** : ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ। **জন্মস্থান** : সিরাজগঞ্জ জেলায়
সাহিত্য সাধনা	**প্রবন্ধ** : আনন্দের মৃত্যু নেই, মহাদেব সাহার কলাম। **কাব্যগ্রন্থ** : চাই বিষ অমরতা, আমি ছিন্নভিন্ন, বেঁচে আছি স্বপ্নপুরুষ, এই গৃহ এই সন্ন্যাস, অস্তমিত কালের গৌরব মানব এসেছি কাছে, কী সুন্দর অন্ধ ইত্যাদি। **কিশোর কবিতা** : টাপুর-টুপুর মেঘের দুপুর, ছবি আঁকা পাখির পাখা সরষে ফুলের নদী ইত্যাদি।
পুরস্কার ও সম্মাননা	মহাদেব সাহা একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কারসহ অনেক পুরস্কার লাভ করেছেন।

পাঠ-পরিচিতি

বাংলা অক্ষর বা বর্ণমালা বাঙালি জাতির অনন্য সম্পদ। এই বর্ণমালা বাঙালির প্রাণের সঙ্গে অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। বাংলা অক্ষর বাঙালির চিত্তকে আনন্দে ভরে দেয়। বাঙালিকে করে তোলে স্বপ্নমুখী। বাংলা অক্ষর বাঙালির চোখে দেখা দেয় মায়ের রূপ ধরে। কখনো তার চিত্তে বাজায় সুরের নূপুর। বাংলা অক্ষর বাঙালির মিলিত সত্তার শ্রেষ্ঠতম উৎস। আমাদের অক্ষরসমূহ আপন-পর সকলকে কাছে টানে, দূর করে দেয় সব বিভেদ। বাংলা অক্ষর বাঙালির বুকে সঞ্চার করে অবারিত আশা। আলোচ্য কবিতাটিতে বাংলা অক্ষর তথা বর্ণমালার প্রতি কবির অবারিত ভালোবাসা ও গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **কিছু তারা কী করছে?** (জ্ঞান)
ক খেলা করছে খ নিত্য করছে গ দৌড়াচ্ছে ● পাহারা দিচ্ছে

২. **রূপকথা অন্তরে কী করে?** (জ্ঞান)
ক সুর তোলে খ নাচে গ গান গায় ● ঢেউ তোলে

৩. **'শিখি তার কাছে অজানা যা আছে'– এ বাক্যটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?** (অনুধাবন)
ক মানুষের শেখার শেষ নেই
খ বাংলা বর্ণমালা মা স্বরূপ
● মাতৃভাষায় অজানাকে সহজে জানা
ঘ বাংলার অৰরে মুক্তির গান শিখি

৪. **আনন্দে প্রাণ ভরে যায় কেন?** (অনুধাবন)
● অজানাকে জেনে খ জানাকে ভুলে
গ শিক্ষা গ্রহণ করে ঘ গান শুনে

৫. **অপরূপ ছবি দেখি কেন?** (অনুধাবন)
● মনের আনন্দে খ প্রাকৃতিক দৃশ্যে
গ সুখে ঘ কান্নায়

৬. **'ছুটে চলে অবিরাম' –বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?** (অনুধাবন)
ক ছুটে চলা ● ভাষার প্রবহমানতা
গ অক্ষরের কথা ঘ আরামহীন

৭. **'অন্তরে জাগে গান' –বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?** (অনুধাবন)
● আনন্দ খ কষ্ট গ ব্যথা ঘ রাগ

৮. **অন্তরে ঢেউ ওঠে কেন?** (অনুধাবন)
ক গান শুনে খ নাচ দেখে
গ সিনেমা দেখে ● এই অক্ষরে নাম ধরে ডাকলে

৯. **'দেখি অপরূপ ছবি' –বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?** (অনুধাবন)
ক মা ● সৌন্দর্য গ রূপ ঘ গুণ

১০. **'এই ভাষা দিয়ে গান লিখে নিয়ে যুদ্ধ করেছি জয়'।– এখানে কীসের ইঙ্গিত করা হয়েছে?** (উচ্চতর দৰতা)
ক দুঃখের খ সাহসের ● স্বাধীনতার ঘ প্রেমের

১১. **'ছুটে চলে অবিরাম' –চরণটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?** (উচ্চতর দৰতা)
● সবসময় ছুটে চলা খ ধীরে ধীরে চলা
গ বিশ্রাম নেয়া ঘ পরিশ্রম করা

১২. **'এই অৰর যেন নির্ঝর'– এখানে কোনটি ফুটে উঠেছে?** (উচ্চতর দৰতা)
● ভাষার গতিশীলতা খ অন্তরঙ্গা ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীব্রতা
গ ঝরনাধারার গতি ঘ চাওয়া-পাওয়ার আকুতি

১৩. **'সকাল দুপুর সুরের নূপুর/বাজায় উদাস কবি'– চরণটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?** (উচ্চতর দৰতা)
ক বাজায় বাঁশি খ বাজায় ঢোল
● আনন্দ ঘ বাজায় উদাস গায়ক

১৪. **'এই অৰরে' কবিতায় আমাদের ভেতর মাতৃভাষার প্রতি কী জাগ্রত হবে?** (অনুধাবন)
● শ্রদ্ধা ও মমত্ব খ ভালোবাসা
গ গভীর অনুরাগ ঘ নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণা

১৫. **'এই অক্ষরে' কবিতায় কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?** (উচ্চতর দৰতা)
ক দেশের প্রতি ভালোবাসা খ মাটির প্রতি ভালোবাসা
গ সম্পদের গুরুত্ব ● মাতৃভাষার গুরুত্ব

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬. **বাংলা বর্ণমালা মিশে আছে বাঙালির–**
i. প্রাণের সঙ্গে ii. অস্তিত্বের সঙ্গে
iii. করবণার সঙ্গে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. **'এই ভাষা দিয়ে গান লিখে নিয়ে যুদ্ধ করেছি জয়'– কথাটি দিয়ে যা বোঝানো হয়েছে–**
i. গণতন্ত্রের অধিকার পেয়েছি ii. মতপ্রকাশের অধিকার পেয়েছি
iii. স্বাধিকার পেয়েছি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

"এ ভাষারি মান রাখিতে
হয় যদি বা জীবন দিতে
চারকোটি ভাই রক্ত দিয়ে
পুরাবে এর মনের আশা।"

১৮. **কবিতাংশের 'এ ভাষারি' বলতে কোন ভাষাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?** (প্রয়োগ)
ক মাতৃভাষা ● বাংলা ভাষা গ একুশের ভাষা ঘ জনতার ভাষা

১৯. **উক্ত ভাষা অর্জনে চরম পরীৰা দিতে হয়েছে–**
i. ভাষা আন্দোলনে ii. মুক্তিযুদ্ধে
iii. ১৯৫২ সালের আন্দোলনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

৫. প্রবন্ধ রচনা

কোনো একটি বিষয়কে ভাব ও চিন্তার মধ্য দিয়ে ভাষায় প্রাণবন্ত করে প্রকাশ করাই হচ্ছে প্রবন্ধ।

১ বাংলাদেশের নদ-নদী

সূচনা : বাংলাদেশের বুক জুড়ে জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শত শত নদী। এই নদীগুলো বাংলাদেশের প্রাণ। বাংলার মানুষের জীবনযাপনের সাথে এগুলো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশকে তাই বলা হয় নদীমাতৃক দেশ।

প্রধান নদ-নদী : বাংলাদেশে শাখা-প্রশাখাসহ নদ-নদীর সংখ্যা প্রায় ২৩০টি। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী।

পদ্মা : পদ্মা বাংলাদেশের প্রধান নদী। ভারতের ওপর দিয়ে গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়ে রাজশাহী অঞ্চল দিয়ে পদ্মা নাম ধারণ করে এটি আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে।

মেঘনা : মেঘনা বাংলাদেশের আরেকটি প্রধান নদী। ভারতের বরাক নদীটি সুরমা ও কুশিয়ারা নামের দুটি শাখায় ভাগ হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। চাঁদপুরের কাছে এসে এ দুটি নদী মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে।

যমুনা : তিব্বতের সানপু নদীটি আসামের মধ্য দিয়ে যমুনা নাম নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ধরলা, তিস্তা ও করতোয়া যমুনার প্রধান উপনদী। বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী যমুনার প্রধান শাখানদী।

ব্রহ্মপুত্র : হিমালয় পর্বতের কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি। নদীটি তিব্বত ও আসামের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রামের কাছে এসে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

অন্যান্য নদী : এ নদীগুলো ছাড়াও আমাদের দেশে রয়েছে আরও অনেক নামকরা নদনদী। সেগুলোর মধ্যে কর্ণফুলী, কুশিয়ারা, বুড়িগঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা, মধুমতি, সুরমা, তিস্তা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নদীর সৌন্দর্য : বাংলাদেশের নদীগুলোর সৌন্দর্য তুলনাহীন। নদীর বুকের সোনালী স্রোত, পাল তুলে ভেসে চলা নৌকা, নদীর পাড়ের ছবির মতো ঘরবাড়ি ও গাছপালা সবকিছু মিলে অসাধারণ দৃশ্য সৃষ্টি করে। নদীর দু ধারের কাশবন, বাড়ি-ঘর সবকিছু ছবির মতো লাগে। বর্ষায় পানিতে ভরে গেলে নদ-নদীগুলো আরও প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নদ-নদীর প্রভাব : নদীর সঙ্গে আমদের জীবন গভীরভাবে জড়িত। আমাদের যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে নদীপথ। নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এ দেশের অনেক ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র। আমাদের কৃষিক্ষেত্র অনেকাংশেই নদীর ওপর নির্ভরশীল। এ দেশের কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পীরা নদীকে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য সাহিত্যকর্ম।

নদ-নদীর উপকারিতা : বাংলাদেশকে সবুজে-শ্যামলে ভরে তোলার পেছনে নদ-নদীর ভূমিকা অপরিসীম। নদীর পানিতে বয়ে আসা পলি প্রাকৃতিকভাবে আমাদের মাটিকে উর্বর করেছে। আমাদের কৃষির অগ্রগতিতে তাই নদীর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিক্ষেত্র ছাড়াও নদীগুলো মিঠা পানির মাছের অন্যতম উৎস। নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে অসংখ্য মানুষ। দেশীয় প্রয়োজন মিটিয়েও মাছ বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা হয়। এ ছাড়া পরিবহন-সংক্রান্ত কাজেও নদীকে ব্যবহার করা হয়। এক শ্রেণির মানুষ এ কাজ করেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

নদ-নদীর অপকারিতা : নদীর কিছু অপকারিতাও আমাদের চোখে পড়ে। বর্ষাকালে নদীগুলো ফুলে-ফেঁপে ওঠে। তখন বন্যা দেখা দেয়। এছাড়া নদীর প্রবল স্রোতে ভাঙন শুরু হয়। কখনো কখনো কোনো কোনো গ্রাম ভাঙতে ভাঙতে নদীর মাঝে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় মানুষের ঘরবাড়ি, জমিজমা, গাছপালা, গবাদিপশু ও গৃহসামগ্রী। অনেক সময় নদীর প্রবল স্রোতে মানুষের জীবনহানিও ঘটে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় দশ লক্ষ মানুষ নদীভাঙনের শিকার হয়।

উপসংহার : বাংলাদেশ নদীর দেশ। তাই এদের বাঁচিয়ে রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব। নদ-নদীর অবদানেই আমাদের এ বাংলাদেশ সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা হয়েছে।

২ আমার জীবনের লক্ষ্য

সূচনা : একটি সফল ও সার্থক জীবন পাওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ। মানুষের জীবন ছোট কিন্তু তার কর্মক্ষেত্র অনেক বড়। এ ছোট জীবনে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে হলে প্রত্যেক মানুষকে জীবনের শুরুতেই সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়।

লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা : জীবন গঠনের জন্য জীবনের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি। লক্ষ্যহীন জীবন হলো হালবিহীন নৌকার মতো। তাই লক্ষ্য স্থির না করলে সফলতা পাওয়া অসম্ভব। প্রতিটি মানুষকে জীবনের শুরুতে সঠিক চিন্তা ভাবনা করে লক্ষ্য ঠিক করে সেটাকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে কখনোই ব্যক্তি তার জীবনকে পরিচালনা করার সঠিক দিক পাবে না। লক্ষ্য না থাকলে জীবনকে উদ্দেশ্যহীন বিক্ষিপ্ত মনে হয়। ফলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয় না।

ছাত্রাবস্থায়ই লক্ষ্য স্থির করার উপযুক্ত সময় : ছাত্রজীবন পরিণত-জীবনের প্রস্তুতিপর্ব। ছাত্রাবস্থার স্বপ্ন ও কল্পনা পরিণত-জীবনে বাস্তবের মাটিতে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে সার্থক হয়। কিন্তু স্বপ্ন কেবল স্বপ্ন হলেই, কিংবা কল্পনা, অবাস্তব ও উদ্ভট হলেই চলে না; পরিণত জীবনের লক্ষ্যবাহী ও বাস্তবঘনিষ্ঠ হওয়া চাই। সেজন্য ছাত্রবস্থাতেই জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে হয়। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হয়, শ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সঙ্গে।

আমার জীবনের লক্ষ্য : নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায় না। লক্ষ্য ঠিক করে সে মোতাবেক এগিয়ে গেলেই জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়। তাই আমিও জীবনের লক্ষ্য ঠিক করেছি। আমার লক্ষ্য আর দশজনের থেকে আলাদা। আমার ইচ্ছা বড় হয়ে আমি একজন ক্রিকেটার হব।

লক্ষ্য নির্ধারণের কারণ : সাধারণত মানুষের জীবনের লক্ষ্য থাকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক ইত্যাদি হওয়া। কিন্তু মানুষের যে কাজটি ভালো লাগে সেটির চর্চা অব্যাহত রাখলেই বেশি সফলতা পাওয়া যায়। ক্রিকেট খেলার প্রতি আমার ভালোলাগা অত্যন্ত প্রবল। ক্রিকেটারদের দেশপ্রেম, মনোবল ও সুশৃঙ্খল জীবন আমাকে অত্যন্ত আকর্ষণ করে। এ কারণেই আমি ক্রিকেটার হওয়ার লক্ষ্য ঠিক করেছি। ক্রিকেট খেললে আনন্দ লাভের পাশাপাশি শরীরকেও সুস্থ রাখা যায়। আর কঠোর নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে খেলতে যায় বলে এ লেখা নিয়মানুবর্তিত ও সময়জ্ঞানের শিক্ষা দেয়। তাছাড়া বর্তমান বিশ্বে ক্রিকেট জনপ্রিয় খেলা। ক্রিকেটে বাংলাদেশেরও একটি শক্ত অবস্থান তৈরি হয়েছে। বর্তমানে এ দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উৎসবের অন্যতম উপলক্ষ হলো ক্রিকেট। তাই বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা এখন ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেই পারে।

লক্ষ্যপূরণে করণীয় : জীবনের লক্ষ্য পূরণে আমাকে এখন থেকেই মনোযোগী হতে হবে। শুধু ভালো ক্রিকেট খেললেই ভালো ক্রিকেটার হওয়া যায়। সেই সাথে পড়াশোনায়ও ভালো হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই ক্রিকেটের সব আধুনিক দিকগুলো ঠিকঠাক বুঝতে পারব। এখন থেকেই ক্রিকেটের সব খুঁটিনাটির বিষয়ে আমাকে জানতে হবে। নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে।

উপসংহার : বিখ্যাত কোনো ক্রিকেটার হতে পারলে পৃথিবীর বুকে দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে। বিশ্বের অনেকেই এখন বড় ক্রিকেটার হতে চায়। বাংলাদেশও ক্রিকেটে এখন ভালো অবস্থানে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ক্রিকেট

English 1st Paper (Reading Part)

Question Type : 1 Or 2

Seen Passage – 1 Or 2

Read the text carefully and answer questions . (পাঠ্যাংশটি মনোযোগ সহকারে পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।)

Mother : Reza, will you come here, please?

Reza : Yes, Mum.

Mother : Look. The kitchen is very untidy. I want to make it neat and tidy. Would you give me a hand?

Reza : Sure.

Mother : Could you take the pots and plates from the table and put them in the cupboard?

Reza : Ok.

Mother : First, I'll sweep the floor. Will you bring me a broom, please?

Reza : Here it is.

Mother : Thank you. Now I'm going to mop the floor. Could you get me a mop and bucket and some detergent?

Reza : No problem. Here they are.

Mother : Thanks, dear.

Reza : Welcome.

1. Choose the best answer from the alternatives. (বিকল্প উত্তরগুলো থেকে সঠিক উত্তরটি বাছাই কর।) .5 × 10 = 5

a. Who will wash the kitchen?

(i) father (ii) mother
(iii) sister (iv) grandmother

b. What does the phrase 'give a hand' mean?

(i) to give one hand (ii) to give a handful
(iii) help (iv) handle

c. Who will put the pots and plates in the cupboard?

(i) Reza (ii) mother
(iii) sister (iv) father

d. A — is used to sweep the floor.

(i) broom (ii) duster
(iii) eraser (iv) washing machine

e. Reza's mother will wash the floor with—.

(i) a soap (ii) detergent (iii) savlon (iv) dettol

f. sweep

(i) wash (ধোয়া) (ii) cook (রান্না করা)
(iii) brush (ঝাড়ু দেয়া) (iv) erase (মুছে ফেলা)

g. bucket

(i) basket (ঝুড়ি) (ii) pitcher (কলস)
(iii) stove (চুলা) (iv) pail (বালতি)

h. neat

(i) tidy (পরিপাটি) (ii) rest (অবশিষ্ট)
(iii) near (নিকটে) (iv) new (নতুন)

i. mop

(i) throw (ছুঁড়ে ফেলা) (ii) wipe (মোছা)
(iii) write (লেখা) (iv) open (খোলা)